[redacted]

[redacted]

[redacted]

করবে ঢাকা।

ঢাকার জন্য আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচ হলেও চট্টগ্রামের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। জিতলে সহজ হবে প্লে অফে খেলার রাস্তা। আর হারলেই টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে চট্টগ্রামের। ১০ ম্যাচে ৫ জয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে বন্দর নগরীর দলটি।

অন্যদিকে, পরাজয়ের বৃত্ত থেকে যেন কোনভাবেই বের হতে পারছে না ঢাকা। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জয়ের পর টানা ১০ ম্যাচে হারের মুখ দেখেছে তারা।

চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স একাদশ: জশ ব্রাউন, তানজিদ তামিম, টম ব্রুস (উইকেটকিপার), শুভাগত হোম (অধিনায়ক), সালাউদ্দিন শাকিল, জিয়াউর রহমান, সৈকত আলি, নিহাদুজ্জামান, শহিদুল ইসলাম, রোমারিও শেফার্ড ও বিলাল খান।

দুর্দান্ত ঢাকা একাদশ: মোহাম্মদ নাইম শেখ, অ্যালেক্স রস, সাইফ হাসান, শন উইলিয়ামস, মোসাদ্দেক হোসেন, ইরফান শুক্কুর, চতুরঙ্গ ডি সিলভা, অ্যাডাম ম্যাথু রসিংটন (উইকেটকিপার), আলাউদ্দিন বাবু, তাসকিন আহমেদ (অধিনায়ক) ও শরিফুল ইসলাম।

সূত্র: ইত্তেফাক

এমবাপ্পের অনন্য কীর্তিতে জিতল পিএসজি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় অপ্রত্যাশিত হার দেখেছে বায়ার্ন মিউনিখ। প্রথম লেগে লাৎসিওর কাছে ১-০ গোলে হেরে পিছিয়ে পড়েছে তারা।

পুরো ম্যাচ জুড়েই জার্মান জায়ান্টদের এমন অবস্থা ছিল, যা নিকট অতীতে দেখা যায়নি। এক পর্যায়ে তো ১০ জনের দল নিয়ে তাদের খেলতে হয়েছে।

৬৯ মিনিটে লাৎসিওর গোলটি আসে পেনাল্টির কল্যাণে। ৬৭ মিনিটে বায়ার্নের ডিফেন্ডার দায়োত উপামেকানো গুস্তাভ ইসাকেনের ওপর বাজে চ্যালেঞ্জ করলে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ফরাসি তারকা। তাতে স্পট কিক থেকে জাল কাঁপাতে কোনো ভুল হয়নি সিরো ইম্মোবিলের।

পুরো ম্যাচেই নখতদন্তহীন ছিল বায়ার্ন। তারা এতই কোণঠাসা ছিল যে, ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে লক্ষ্যে রাখতে পারেনি কোনো শট। অথচ এই ম্যাচের স্পষ্ট ফেভারিট ছিল বায়ার্ন। বুন্দেসলিগায় লেভারকুসেনের কাছে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ভাবা হচ্ছিল এই ম্যাচে তারা ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু টানা দ্বিতীয় হারে চাপটা আরও বেড়ে গেছে। দুই ম্যাচেই তারা গোল করতে পারেনি।

বায়ার্নের ব্যর্থতার দিনে অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে প্যারিস সেন্ত জার্মেই (পিএসজি)। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে তারা রিয়াল সোসিয়েদাদকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। যদিও স্কোর লাইন দেখে বোঝার উপায় নেই যে, জয়টা ছিল কষ্টার্জিত।

পার্ক দ্যু প্রিন্সেসে অপরাজিত থেকে মাঠে নেমেছিল সোসিয়েদাদ। ডি গ্রুপের শীর্ষ দল ছিল তারা। ৫৮ মিনিটে এমবাপ্পের প্রথম গোলের আগ পর্যন্ত তারাই ছিল সেরা দল। তার পর তো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় স্বাগতিক দল।

মার্কুইনহোসের কর্ণার থেকে প্রথম গোলের পর অনন্য কীর্তিও গড়েছেন এমবাপ্পে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের মাঠে টানা দশ গোল করা প্রথম খেলোয়াড় তিনি। তার পর ৭০ মিনিটে স্কোর হয় ২-০। ব্যবধান বাড়িয়ে নেন বার্কোলা

সূত্র: যুগান্তর

বোর্ডে নিজের কাজ কী, জানেন

না সুজন

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেট অপারেশন্স সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন। তবে গতকাল তার কণ্ঠে শোনা যায় আক্ষেপের সুর। গেল পরশু বিসিবি ভবনে নবম বোর্ড মিটিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে জাতীয় দলের অধিনায়কসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বোর্ড কর্তারা।

অথচ সেইসব বিষয়ে তেমন কিছুই জানতেন সুজন। এমনটি আক্ষেপ করে তার এই পদে থাকা কোনো প্রয়োজন আছে কি না সেই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। চলতি বিপিএলে দুর্দান্ত ঢাকার হেড কোচের দায়িত্ব পালন করছেন খালেদ মাহমুদ সুজন। টুর্নামেন্টটি এখন চট্টগ্রামে হওয়ায় দলের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করছেন তিনি।

মঙ্গলবার অনুশীলন শেষে জাতীয় দলের নবাগত অধিনায়ক এবং পরিচালক নিয়ে কথা বলেন গণমাধ্যমের সঙ্গে। শুরুতে জাতীয় দলের নতুন প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘লিপু ভাইয়ের ক্রিকেট মেধা অনেক ভালো। উনি অনেক বছর ধরে ক্রিকেটের সঙ্গে আছেন। তিনি জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার এবং পরিচালক ছিলেন। ওনার বিচক্ষণতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। আমি মনে করি উনি আসায় ক্রিকেটের জন্য অনেক ভালো হতে পারে।’

তবে এ সময় নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে লিপুর নাম আগে শোনেননি বলে জানান সুজন। বলেন, ‘যদিও আমি আগে ওনার নামই শুনিনি। নির্বাচক হতে পারেন, এমন কিছু। এটা খুবই বিস্ময়কর।’ এছাড়াও দলের নতুন নির্বাচক নিয়ে তার মতামত জানতে চাওয়া হলে সুজন বলেন, ‘আসলে আমি কিছু জানিই না এই বিষয়ে। এটা আমার জন্য বিস্ময়কর, আমি ক্রিকেট অপারেশন্স সহকারী পরিচালক অথচ আমি জানিই না এই বিষয়ে। এটা আমার জন্য অবাক করার মতো বিষয়। আমার এই পজিশনে থাকার প্রয়োজনটা কী, আমি আসলে জানি না।’

এ সময় জাতীয় দলের সাবেক প্রধান নির্বাচন মিনহাজুল আবেদীন নান্নুকে নিয়ে সুজন বলেন, ‘আমি বলব নান্নু ভাইয়ের ভাগ্য খারাপ। একজন সাবেক অধিনায়ককে মানুষ যেভাবে বিব্রত করেছে। সত্যি কথা বলতে আমি একটা মেনে নিতেই পারি না। ভুল মানুষের থাকতে পারে। আমি মনে করি সুমন, নান্নু ভাই সবাই সততার সঙ্গে কাজ করেছেন।’ সেইসঙ্গে

তিনি আরো বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দেখে যদি আমরা নির্বাচক তৈরি করি অথবা তাদের গালি দিই কিংবা খেলোয়াড়দের গালি দিই।’

একপর্যায়ে টাইগারদের তিন ফরম্যাটের নতুন অধিনায়ক শান্তর উদাহরণ টেনে বলেন, “দেখেন আজকে ‘লর্ড শান্ত’ এখন তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক। কয়েক দিনও আগেও শান্ত লর্ড ছিল। এইসব কথা আমরা মিডিয়া থেকে ছড়াই। আমার কথা হলো সমালোচনা হবেই। শান্ত ভালো খেলতে না শান্তকে নিয়ে সমালোচনা কবে। লিপু ভাই ভালো কাজ করবে না তাকে নিয়ে সমালোচনা হবে। তবে তাদের ভালো কাজগুলো নিয়েও কথা বলতে হবে। নান্নু-সুমন ভাই যখন ছিলেন তখন বাংলাদেশ টিম অনেক সফলতা পেয়েছে।’ গেল বছরের বিপিলের সময় প্রথম বারের মতো ধারাবাহিকভাবে কোনো টুর্নামেন্টে রানের দেখা পান শান্ত।

পরে সেই আসরে এক সংবাদ সম্মেলনে শান্ত বলেছিলেন, ‘আমি যখন মাঠে খেলতে নামি, আমার কাছে মনে হয় আমি দেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামি।’ অথচ এর এক বছরের মাথায় বিশ্বদরবারে তার নেতৃত্বে যুদ্ধে যাচ্ছে টাইগাররা। তিন ফরম্যাটে শান্তকে অধিনায়কত্ব দেওয়ার বিষয়ে সুজন বলেন, ‘শান্ত তিন ফরম্যাটেই খেলছে। আর সাকিব যেহেতু খেলছে না। তাই আমি মনে করি, শান্ত সবচেয়ে সেরা পছন্দ। আমি মনে করি শান্ত ভালো করবে। তাকে এক বছরের জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। ও যেন এখানে ভালো কিছু করে এবং লম্বা সময় ধরে দলের অধিনায়কত্ব করতে পারে, আমি দোয়া করি এবং আশা করি।’

সূত্র: ইত্তেফাক

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে হৃদয়, বাদ তামিম, আফিফ, এবাদত ও সৈকত

অনুষ্ঠিত হয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভা। সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত সভায় কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছর বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ২১ জন ক্রিকেটার নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। আর

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৮৫ জনের নাম রাখা হয়েছে।

গত বছর কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা তামিম ইকবাল, আফিফ হোসেন ধ্রুব, এবাদত হোসেন চৌধুরী ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতকে এ বছর রাখা হয়নি। তাদের বদলে নতুন মুখ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন তানজিম সাকিব, তাওহীদ হৃদয়, নাঈম হাসান ও মাহমুদুল হাসান জয়। চুক্তিতে তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটের জন্য রাখা হয়েছে পাঁচ জনকে। তারা হলেন-নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, লিটন কুমার দাস ও শরীফুল ইসলাম। টি-টোয়েন্টি বাদে টেস্ট ও ওয়ানডের জন্য রাখা হয়েছে মুশফিকুর রহিমকে।

টেস্টের জন্য চুক্তিতে রয়েছেন-মুমিনুল হক সৌরভ, তাইজুল ইসলাম, জাকির হাসান, মাহমুদুল হাসান জয়, সৈয়দ খালেদ আহমেদ ও নাঈম হাসান। ওয়ানডের জন্য-মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও তানজিম হাসান সাকিব। টি-টোয়েন্টির চুক্তিতে রয়েছেন-নাসুম আহমেদ, শেখ মাহেদী হাসান ও নুরুল হাসান সোহান।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির জন্য রাখা হয়েছে-তাসকিন আহমেদ, তাওহীদ হৃদয়, মুস্তাফিজুর রহমান ও হাসান মাহমুদকে। এ দিকে এবার থেকে ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি এবং পারফরম্যান্স বোনাস বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বোর্ড মিটিংয়ে।

সূত্র: ইত্তেফাক

দর্শনায় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫২ তম বার্ষিক ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরন

ক্রীড়ায় বিকশিত হোক তারুণ্য এ স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনায় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫২ তম বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ৮ টায় অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলোয়াত

পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সৃচনা করে। পরে সাংস্কৃতিকের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ভিতরে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কবিতা আবৃতি, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা কুইজ শেষে নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হয়।

কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের সহধর্মিণী ফাতেমা খাতুন ও অনুষ্ঠানের শুভ উদ্ধোধন করেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মহাব্যবস্থাপক কারখানা সুমন কুমার সাহা, মহাব্যবস্থাপক অর্থ আব্দুস ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক প্রশাসন ইউসুফ আলী, মহাব্যবস্থাপক কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, কেরু শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, সহ সভাপতি রেজাউল করিম, সহ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, সহ সম্পাদক মোস্তফিজুর রহমান, সদস্য সেলিম খান, অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সহাকারী শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন।

চুয়াডাঙ্গায় ভিক্টোরিয়া জুবলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় ভিক্টোরিয়া জুবলি (ভিজে) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত চাঁদমারী মাঠে আজ সোমবার সকাল দশটার সময় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে দেশ ও জাতীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করতে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। আমাদের তরুণরা খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার মতো বিজয় অর্জন করবে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা একজন ক্রীড়া প্রেমিক মানুষ। দেশ এবং দেশের মানুষ কিভাবে সবসময় উন্নতি লাভ করবে এটার জন্য সবসময় কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। দেশ এবং দেশের বাইরে কিভাবে ক্রিড়ার মাধ্যমে আরও ব্যাপক হারে পরিচিত লাভ করা যায় এজন্য তিনি নতুন নতুন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন ।

সকালে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। দলগত ডিসপ্লে, মশাল প্রজ্জ্বলন, মার্চ পাস্টের পর বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টের মধ্যে ছিল, চকলেট দৌড়, রিলে দৌড় সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা

উক্ত আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা ও আইসিটি) কবির হোসেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজীব হাসান, সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সহ অভিভাবক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ফাইনালে মাঠে নামে কাতার ও জর্ডান। ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে কাতার। ম্যাচের ২০ মিনিটে প্রথম পেনাল্টি পায় কাতার। ডি বক্সে আফিফকে ফাউল করেন আব্দল্লাহ নাসিব। স্পট কিকে দলকে লিড এনে দেন আফিফ।

ম্যাচে পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে জর্ডান। তবে গোল করতে ব্যর্থ হয় তারা। অন্যদিকে বেশ কিছু সু্যোগ নষ্ট করে কাতার। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় স্বাগতিকরা।

বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৬৭ মিনিটে সমতায় ফেরে জর্ডান। মিডফিল্ডার এহসান হাদ্দাদের পাসে দুর্দান্ত এক গোলে সমতা ফেরান আল নাইমাত। তবে এই সমতা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি জর্ডান। ম্যাচের ৭৩ মিনিটে ফের পেনাল্টি পায় কাতার। সেখান থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ফের কাতারকে লিড এনে দেন আফিফ।

ম্যাচের নির্ধারিত সময়য় পর্যন্ত এই লিড ধরে রাখে কাতার। ম্যাচের ৯৫ মিনিটে ফের পেনাল্টি পায় কাতার। সেখান থেকে বল জালে জড়িয়ে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন আফিফ। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয়ে শিরোপা জয়ের উৎসবে মাতে কাতার।

সূত্র: ইত্তেফাক

আর্জেন্টিনার ম্যাচ বাতিল করলো চীন

আগামী মাসে চীনে আফ্রিকান দল নাইজেরিয়া ও আইভরি কোস্টের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল আর্জেন্টিনার। তবে সেই দুই ম্যাচের একটি ম্যাচ বাতিল করে দিয়েছে চীন।

আর্জেন্টিনা ও নাইজেরিয়ার মধ্যকার প্রথম প্রীতি ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল চীনের হ্যাংজুতে। কিন্তু এই ম্যাচ আয়োজন করতে দিতে রাজি নয় হ্যাংজু কর্তৃপক্ষ। হ্যাংজু কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে,

‘বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের মতে প্রীতি ম্যাচটি আয়োজনের জন্য পরিবেশ যথাযথ নয়। যে কারণে আমরা ম্যাচটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

ঘটনার শুরু ইন্টার মায়ামির হংকং সফরকে কেন্দ্র করে। চোটের জন্য হংকং একাদশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে খেলতে পারেননি মেসি। কিন্তু এর দিন তিনেক পরই জাপানে ভিসেল কোবের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন মেসি। আর এটাই ভালোভাবে নেয়নি হংকং সরকার।

আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী এই ফুটবলারকে দেখতে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করে টিকেট কিনেছিলেন হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরা। নাইজেরিয়ার ম্যাচের সঙ্গে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়েও রয়েছে শঙ্কা। আইভরি কোস্টের ম্যাচ নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি চীন।

সূত্র: খবর রয়টার্স